ইউনিট 12

সমবায় বাজারজাতকরণ
Co-operative Marketing

ভূমিকা

মানুষ সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে ভালবাসে। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে তারা দেখে সমাজে কেহই স্বয়ংসর্ম্পূ নয়। সকলেই সকলের উপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থেকেই সমবায়ের সূত্রপাত। ধনি, বণিক ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের সমন্বয়েই মূলতঃ সমবায় সমিতির সৃষ্টি।

সমবায় বাজারজাতকরণের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট (Defination and Characteristics of Co-operative Marketing)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

⑤ সমবায় সমিতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন;

⑤ সমবায় বাজারজাতকরণের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;

⑤ সমবায় বাজারজাতকরণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

সমবায় বাজারজাতকরণের সংজ্ঞা জানার পূর্বেই আমাদের সমবায় সমিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আমাদের সমবায় সমিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন। শব্দগত অর্থে সমবায় হলো সম্মিলিতভাবে কাজ করা। অর্থাৎ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মিলেমিশে কাজ করাই সমবায়। সমবায়ের মূলমন্ত্র হলো "সকলের তরে সকলে আমরা।"

সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ ধনিক-বণিকদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাদের স্বল্প পুঁজিকে একত্রিত করে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, তাকে সমবায় সমিতি বলে।

অর্থনীতিবিদ কালভার্টের আলোকে বলা যায় যে, "সমবায় সমিতি হলো একধরনের সংগঠন, যেখানে কিছু সংখ্যক লোক তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমান অধিকারের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে মিলিত হয়।"

মূলতঃ সমবায় সমিতি হলো একটি বিশেষ ধরনের ব্যবসায় সংগঠন। যেখানে সদস্যরা তাদের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমান অধিকার ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় একতাবদ্ধ হয়। দেশে প্রচলিত আইনের আলোকে ইহা গঠিত হয়।

সমবায় সমিতি সদস্যরাই ইহার মালিক। তবে, তাদের দ্বারা নির্বাচিত পরিচালকমন্ডলীর মাধ্যমে সমবায় সংগঠন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রত হয়।

সমবায় বাজারজাতকরণের সংজ্ঞা (Defination of Co-operative Marketing)

সহজ কথায় সমাজের সমগোত্রের মানুষ তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছায় সমান অধিকারের ভিত্তিতে যে সংগঠন গড়ে তোলে, তাকে বলে সমবায়।

অপর দিকে কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও বন্টনের জন্য যে সমবায় সমিতি গঠিত। পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে সমবায় বাজারজাতকরণ বলে।

আমাদের দেশের কৃষক সমাজ দরিদ্র, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। ক্ষুদ্র উৎপাদনের সাথে জড়িত। তাই তারা বর্ধিত মূল্যে ব্যবহার কাঁচামাল ও উপকরণ ক্রয় করে। উৎপাদিত পণ্য দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে ব্যর্থ হয় এবং পণ্য বিক্রির সময় প্রয়োজনীয় আবার নিশ্চয়তা পায় না। এ সকল সমস্যাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য কৃষি পায় না। এ সকল সদস্যকে কাটিয়ে ওঠার জন্য কৃষি পণ্যের উৎপাদকগণ সম্মিলিতভাবে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সমান অধিকারের ভিত্তি বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতি গঠন করে। উল্লেখ্য যে, মূলতঃ কৃষি পণ্যের উৎপাদকদের নিয়েই এরূপ সমিতি গঠিত হয় বলে ইহাকে কৃষি বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতিও বলা হয়।

কনভার্স ও অন্যান্যদের মতে "কৃষি সমবায় সমিতি হলো কৃষকদের মধ্যে একটি যৌথ কার্যক্রম, যার উদ্দেশ্য হলো নিজেদের উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্য বিক্রি করা, উপকরণসমূহ ক্রয় করা অথবা উৎপাদন ও সেবাসমূহ নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য কার্যাবলীর সাথে জড়িত থাকা।

মাহমুমুদুর রহমান এর মতে "সমবায় বাজারজাতকরণ হলো একটি দলবদ্ধ লোকের মূলতঃ উৎপাদকদের স্বেচ্ছামূলক সংগঠিত যৌথ সমিতি যা সদস্যদের নিজ নিজ প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বাজার জাতকরণ

কার্যাবলী সম্পাদন করে।”

১. "Agriculture Co-operation may be defined as joint action among a number of farmers for the purpose of selling their products, buying supplies or engaging in other actiribis such as production and providing services."- Converse & others, Elements of Marketing, P.416.

২. "Co-operation marketing may be defined as the performance of rarious marketing functions by a group of people. usually producers, organized together voluntatily into an association based on sell-help and mutural help." Mahmudur Rahman, Derelogment of Agricultural Marketing in Banladesh, P.102.

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, সমবায় বাজারজাতকরণ হলো কৃষি পণ্য-দ্রব্য উৎপাদনকারীদের স্বেচ্ছামূলক সংগঠন। নিজেদের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি স্বল্পমূল্যে সংগ্রহ করা এবং সদস্যদের উৎপাদিত কৃষি পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ, গ্রেডিং, প্যাকিং, এবং মজুত করার মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করাই মূলতঃ ইহার কাজ।

কমপক্ষে ১০ জন পূর্ণ বয়স্ক কৃষি পণ্যের উৎপাদনকারী একত্রি হয়েই এরূপ সমবায় গঠন করতে পারে। এজন্য তাদের অভ্যন্তরীণ কার্যাবলী পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত মূল দলিল উপ-বিধি তৈরি করতে হয় এবং নিবন্ধকের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক ইহা পরিচারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Co-operative Marketing)

সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতির কিছু পৃথক এবং উলে- খযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. স্বেচ্ছামূলক সংগঠন

সমবায় বাজারজাতকরণ সদস্যদের স্বেচ্ছামূলক সংগঠন। কৃষি পণ্য-দ্রব্যের উৎপাদকগণ তাদের পণ্য-দ্রব্য বাজারজাতকরণে এবং উপকরণাদি ক্রয়ের সুবিধা লাভের মাধ্যমে আর্থিক কল্যাণের প্রত্যাশায় এরূপ সমিতি গঠন করে।

২. সদস্য

প্রাপ্ত বয়স্ক যে কোন কৃষকই ইচ্ছে করলে এরূপ সমিতির সদস্য হতে পারে। তবে সমবায় আইন অনুযায়ী এরূপ সমিতি গঠনে সর্বনিম্ন ১০ জন সদস্য প্রয়োজন হয়। সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যার কোন সীমা নেই। উল্লেখ্য কোন নাবালক এর সদস্য হতে পারে না।

৩. উদ্দেশ্য

মুনাফা অর্জনই সমবায় বাজারজাতকরণের মূল উদ্দেশ্য নয়। কৃষি পণ্য দ্রব্যের উপকরণসংগ্রহ উৎপাদন ও বাজারজাতরণে সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করাই হার মূল উদ্দেশ্য।

৪. নিবন্ধন

সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতিকে বাংলাদেশ সমবায় সমিতি আইন ১৯৮৪ এবং সমবায় সমিতি নিয়মাবলী ১৯৮৭ দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে হয়।

৫. আইনগত সংজ্ঞা

আইন দ্বারা সৃষ্ট বলে ইহা কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা বিশেষ। ইহা নিজ নামে পরিচিত এবং পরিচালিত হয়। সমিতি নিজেই অন্যের বিরুদ্ধে এবং অন্যেও সমিতির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে। অপর দিকে কোন সদস্যের মৃত্যু বা অবসরেও সমিতির অবসান হয় না।

৬. পুঁজি সরবরাহ

সমিতির সদস্যগণ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ইহার মূলধন সরবরাহ করে থাকে। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০ টাকার কম হতে

পারে না। শেয়ার মূল্য দ্বারা দায় সীমাবদ্ধ সমিতির কোন সদস্য সমিতির $\frac{1}{5}$ অংশের বেশি শেয়ার মূলধন সংগ্রহ করতে পারে না।

৭. গণতান্ত্রিক নীতি

সমিতির শেয়ার মূলধন কোন সদস্যের যে পরিমাণই থাকুক না কেন তা বিবেচনা করা হয় না। "এক মাথা এক ভোট" এই গণতান্ত্রিক নীতির উপরই ইহা পরিচালিত হয়।

৮. দায়-দায়িত্ব

বাংলাদেশে গঠিত সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতির সদস্যদের দায়িত্বের প্রকৃতি সমিতিতে বিনিয়োগকৃত শেয়ার মুল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ। শেয়ার মূল্যের বেশি দায় কোন সদস্যকেই বহন করতে হয় না।

৯. মুনাফা বন্টন

মুনাফা অর্জন স্বল্প উদ্দেশ্য না হলেও দক্ষ ভাবে কার্য পরিচালনা করলে বেশ মুনাফা অর্জিত হয়। অর্জিত মুনাফার $\frac{1}{5}$ অংশ সংরক্ষিত তহবিলে জমা রেখে বাকী অংশ সদস্যদের মধ্যে মূলধনের অনুপাতে বন্টন করা হয়।

১০. ব্যবস্থাপনা

সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত পরিচালকমন্ডলীর উপর ন্যস্ত থাকে। পরিচালনা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে ১২ জনের মধ্যে হয়ে থাকে। পরিচালা পরিষদ তাদের কার্যক্রমের জন্য সাধারণ সদস্যদের নিকট দায়ী থাকেন।

১১. সমবায়ের নীতি

সমবায় বাজারজাতকরণের মূল নীতি হলো একতা, সততা, সহযোগিতা, সাম্য, বিশ্বাস ও সমঝোতা, শান্তি-শৃংখলা, মিতব্যয়িতা, গণতন্ত্র, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি। এ সকল নীতিমালা সমবায় বাজারজাতকরণ গঠন, পরিচালনা ও সাফল্যের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ।

১২. ঋণদান ও ঋণগ্রহণ

সাধারণভাবে এরূপ সমিতি সদস্য ছাড়া অপর কাউকে ঋণ প্রদান করতে পারে না এবং সদস্য ছারা কারও নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে না। তবে নিবন্ধকের পূর্বানুমতি এবং উপ-বিধির শর্ত সমর্থিত হলে এর ব্যতিক্রম করতে পারে।

১৩. শেয়ার হস্তান্তর

১৯৮৪ সালের সমবায় সমিতি অর্ডিন্যান্সের আলোকে সমিতির সম্মতিক্রমে সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত সমিতির শেয়ার হস্তান্তর করা যায় এবং অসীমাবদ্ধ দায়যুক্ত সমিতির শেয়ার সদস্য ছাড়া কারও নিকট হস্তান্তর করা যায় না।

১৪. সেবার বিস্তার

এরূপ সমিতি সদস্যদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের জন্য গঠিত হয়। সমিতির সাফল্যের সাথে সাথে ইহার সেবার পরিধি ও বৃদ্ধি করা হয়। সমিতির মাধ্যমে যে সব সেবা দেয়া হয় তাহলো বীজ ও সার সংগ্রহ, পণ্য সংগ্রহ গ্রেবিং, সংরক্ষণ, পরিবহণ এবং সর্বোচ্চ মূল্যে পণ্য-দ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থা ইত্যাদি।

১৫. সরকারি নিয়ন্ত্রণ

সরকার সৃষ্ট আইনের অধীনে সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতি গঠিত ও পরিচালিত হয়। তাই ইহার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও পৃষ্ঠপোষকতা বজায় থাকে।

১৬. হিসাব নিরীক্ষা

প্রত্যেক হিসাব বৎসর শেষে সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতির হিসাব-পত্র চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট কর্তৃক নিরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক।

১৭. বিলোপ সাধন

আইন দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার কারণে সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতি সহজে বিলোপ হয না। তবে সমিতির সদস্যরা ইচ্ছে করলে প্রচলিত আইনের বিধানের আলোকে ইহার বিলোপ করতে পারে।

পাঠ-সংক্ষেপ

সমবায় সমিতি হলো মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের স্বেচ্ছামূলক সংগঠন। ধনিক-বণিক শ্রেণীর শোষণ থেকে বাঁচার জন্য সদস্যরা স্বেচ্ছায় মূলধন সংগ্রহ করে এরূপ সংগঠন গঠন ও পরিচালনা করে।

কৃষিপণ্য দ্রব্যের উৎপাদকারীগণ তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ, পণ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, গ্রেডিং সংরক্ষণ ও ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য স্বেচ্ছায় সম্মিলিত ভাবে মূলধন সংগ্রহ করে যে সমিতি গঠন করে, তাই হলো সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতি।

সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে- স্বেচ্ছামূলক সংগঠন, সদস্যপদ, উদ্দেশ্য, নিবন্ধন, আইনগত সত্তা, পুঁজি সরবরাহ, গণতান্ত্রিক নীতি, দায়-দায়িত্ব মুনাফা বন্টন, ব্যবস্থাপনা, শেয়ার হস্তান্তর, সরকারি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. কমপক্ষে কত জন কৃষক সম্মিলিতবাবে সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতি গঠন করতে পারে?

ক. ২০ জন
খ. ১৫ জন
গ. ১০ জন
ঘ. যত খুশী তত জন

২. সমবায় বাজারজাতকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

ক. স্বেচ্ছামূলক সংগঠন
খ. নিবন্ধন
গ. শেয়ার হস্তান্তর
ঘ. বিলোপ সাধন।

সমবায় বাজারজাতকরণের ভূমিকা, গুরুত্ব এবং সুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

⑤ সমবায় বাজারজাতকরণের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
⑤ সমবায় বাজারজাতকরণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
⑤ সমবায় বাজারজাতকরণের সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

সমবায় বাজারজাতকরণের ভূমিকা (Role of Co-operative Marketing)

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। অথচ এদেশের কৃষকেরা দরিদ্র, অবহেলিত, বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত উৎপাদনের সাথে জড়িত। ফলে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায় মূল্য থেকে তারা প্রতিনিয়তই বঞ্চিত। এই অবস্থা পরিবর্তন প্রয়োজন। কৃষকদের অবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমবায় বাজারজাতকরণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে সমবায় বাজারজাত করণের ভূমিকা আলোচনা করা হলো-

১. পণ্য দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করণ

সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতির মাধ্যমে কৃষকগণ কোনরূপ মধ্যস্থ কারবারীদের সাহায্য ছাড়াই তাদের পণ্য-দ্রব্য সরাসরি ভোক্তা বা ব্যবহারকারীদের নিকট বিক্রয় করতে পারে। ফলে পণ্য দ্রব্যের ন্যায্যমূল তারা পেয়ে থাকে।

২. উপকরণ ও পণ্য সংগ্রহ

সমিতির মাধ্যমে সদস্য বা তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি যেমন- সার, বীজ, কীটনাশক যৌথভাবে সংগ্রহ করে। অরপ দিকে সকলের উৎপাদিত পণ্য সমিতির মাধ্যমে বিক্রির জন্য সংগ্রহ ও জমা করে। পরে সুযোগ মতো ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করে।

৩. গুদামজাতকরণ সুবিধা

কৃষিপণ্য মূলত পচনশীল এবং মৌসুম ভিত্তিক উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভোগ ও ব্যবহার হয় বৎসর ব্যাপী। ক্ষুদ্র কৃষকেরা অর্থাভাব ও সংরক্ষণের সযোগের অভাবে উৎপাদননের সাথে সাথেই পণ্য বিক্রি করে ফেলে। সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতি সদস্যদের পণ্য সংগ্রহ করে। গ্রেডিং করে, সমিতির গুদামে সংরক্ষণ করে এবং সংরক্ষণের বিষয়ে সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ফলে ভরা মৌসুমে কম দামে পণ্য বিক্রির হাত থেকে তারা রক্ষা পায়। ন্যায্যমূল্য পেয়ে আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হয়।

৪. মধ্যস্থ কারবারীদের উচ্ছেদ

সমিতি সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে এবং সরাসরি ভোক্তা এবং ব্যবহারকারীদের নিকট বিক্রয় করে। ফলে স্থানীয় ফড়িয়া, দালাল, আড়ৎদার, মহাজন, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ী ইত্যাদি মধ্যস্থ কারবারীদের হাত থেকে তারা সম্পূর্ণ রক্ষা পায়।

৫. পরিবহন সুবিধা

সমিতি নিজস্ব উদ্যোগে সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্য প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিক্রির ব্যবস্থা করে। ফলে নামমাত্র মূল্যে স্থানীয় ফড়িয়া বা দালালদের নিকট তাদের পণ্য বিক্রি করতে হয় না।

৬. বাজারজাতকরণ ব্যয়হ্রাস

বিচ্ছিন্ন কৃষক সমাজ সমিতির মাধ্যমে একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের সকল কার্য যেমন- উপকরণ সংগ্রহ উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ, গ্রেডিং, মজুতকরণ। ভোক্তাদের নিকট পরিবহন নিজেরাই সম্পন্ন করে। মধ্যস্থদের কোন সাহায্য সহযোগিতা নেয় না। ফলে তাদের বাজারজাতকরণ ব্যয় ব্যাপকহ্রাস পায়।

৭. বাজারজাতকরণ তথ্য সরবরাহ

সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের পণ্যের মূল্যহ্রাস-বৃদ্ধি, চাহিদা, যোগান ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল বাজারতথ্য সবরাহ করে। ফলে সদস্যগণ তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে আরো সচেতন হয়।

৮. নিয়মিত পণ্য সরবরাহ

সমিতি ভরা মৌসুমে পণ্য ধরে রাখে। পরবর্তী পর্যায়ে বাজার চাহিদার আলোকে যোগান দিয়ে সারা বৎসর নিয়মিত পন্যের সরবরাহ নিশ্চিত করে। ফলে উৎপাদক, ভোক্তা বা ব্যবহারকারী সকলেই উপকৃত হয়।

৯. সহজ ঋণ সুবিধা

সমিতির মাধ্যমে সদস্যরা পণ্য-দ্রব্য উৎপাদনের পূর্বে এবং পরে সমিতির তহবিল থেকে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকে। ফলে চড়া সুদে মহাজন বা ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সদস্যরা লাভবান হয়।

১০. যৌথ প্রচার

সমিতি সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য যৌথ ভাবে প্রচার কার্য পরিচালনা করে। ফলের বাজার চাহিদাও সচেতনা বৃদ্ধি পায়। সকলেই উপকৃত হয়।

১১. কারবার জ্ঞান বৃদ্ধি

সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সদস্যদের ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত বাস্তব শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যা তাদের বৃহদায়ত উৎপাদন ও বন্টনে উৎসাহিত করে।

১২. পণ্যের মান উন্নয়নের সতর্কতা

সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের উন্নত বীজ, সার সরবরাহ করা হয। উন্নত চাষ পদ্ধতি ও পরিচর্চা সম্পর্কে বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফলে পণ্যের মান উন্নত হয়। অপর দিকে অধিক মূল্য প্রাপ্তি আশায় উন্নত গ্রেডের পণ্য উৎপাদনে তারা উৎসাহিত হয়।

১৩. মানবিক নীতিমালা অনুসরণ

সমবায় বাজারজাতকরণে একতা, সাম্য, সততা, সংহতি, সহযোগিতা, গণতন্ত্র, মিতব্যায়িতা ইত্যাদি মানবিক নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। ফলে সমিতি ও সমাজে অনিয়ম দূরীভূত হয়। শৃংখলা ফিরে আসে।

১৪. ব্যয়, অপচয় ও পচনশীলতাহ্রাস

কৃষি পণ্য মৌসুমী ও পচনশীল প্রকৃতির হলেও সদস্যরা ব্যক্তিগত ভাবে এবং সতর্কতার সাথে ইহা উৎপাদন, গ্রেডিং, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করে। ফলে সকল স্তরে ব্যয়, অপচয় ও পচনশীলতাহ্রাস পায়।

১৫. মুনাফা ও সঞ্চয়

সমবায় বাজারজাতকরণের মাধ্যমে একদিকে সদস্যরা ন্যায্যমূল্যে পণ্য-দ্রব্য বিক্রির সুযোগ পায়। অপর দিকে সকল স্তরে তাদের ব্যয় ও অপচয়হ্রাস পায়। ফলে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয়। অর্জিত মুনাফার।

১৬. সামাজিক মর্যাদা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

সমবায় বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সকল সদস্য সমিতির নিয়মকানুন মেনে চলে। পরস্পর পরস্পরের সুখে-দুঃখে পাশে থাকে, সহযোগিতা করে, মুনাফা বন্টন করে নেয়, ফলে তাদের জীবন যাত্রার মান ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

সমবায় বাজারজাতকরণের গুরুত্ব (Importance of Co-operative Marketing)

বাংলাদেশের ৮০% লোকই কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই কৃষির উন্নয়ন দ্বারা এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। বিক্ষিপ্ত, দরিদ্র এবং ক্ষুদ্র উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ ও দেশের উন্নয়নের জন্য সবায় বাজারজাতকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। সমবায় বাজারজাতকরণের গুরুত্বকে আমরা নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করতে পারি।

১. ঐক্য ও সচেতনার সৃষ্টি

সমবায়ের মূল্যমন্ত্র হলো একতাই বল এবং বিভেদ নয় ঐক্য। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও বিক্ষিপ্ত কৃষক সমাজকে একতাবদ্ধ করা ও সচেতনার সৃষ্টি করা যায়।

২. বৃহদায়ত ব্যবসায়ের সুবিধা সৃষ্টি

সমবায়ে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের দ্বারা ব্যবসায়ের সুবিধা সৃষ্টি হয়। সমিতি সম্মিলিতভাবে তাদের উপকরণ ও কাঁচামাল সংগ্রহ করে, চাষাবাদ করে, উৎপাদন করে, সংগ্রহ গ্রেডিং ও গুদামজাত করে। ফলে সকাল ক্ষেত্রে ব্যয় ও অপচয়হ্রাস পেয়ে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়।

৩. দক্ষতার উন্নয়ন

সমিতির মাধ্যমে একতাবদ্ধ হয়ে এবং সমিতির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিয়ে সদস্যরা তাদের দক্ষতা ও উহানের পরিধি বৃদ্ধি

করতেপারে। অপর দিকে পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতারও উন্নয়ন হয়। ফলে সততার সাথে সঠিক সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করতে পারে।

৫. মূলধন গঠন

সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধন একত্রিত করে বৃহদায়ত মূলধন গঠিত হয়। অপর দিকে সদস্যদের নিয়মিত সঞ্চয় ও মুনাফার $\frac{1}{5}$ অংশের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের মাধ্যমে সমিতির মূলধন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিই পেতে থাকে। ফলে নতুন নতুন উদ্যোগ নেয়া ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

৬. মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম হ্রাস

সমিতি সদস্যদের জন্য যৌথভাবে উপকরণ সংগ্রহ করে। উৎপাদিত সংগ্রহ ও মজুত করে। অপর দিকে সরাসরি ভোক্তা বা ব্যবহারকারীদের নিকট পৌঁছে দেয়। ফলে সর্বক্ষেত্রে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম হ্রাস পায়। সমবায় ছাড়া মধ্যস্থদের দৌরাত্ম হ্রাস কখনো চিন্তাই করা যায় না।

৭. বাজার নিশ্চিত

পণ্য দ্রব্য শুধু উৎপাদন করলেই চলে না। চাহিদা ও প্রয়োজনের আলোকে যথাসময়ে বিভিন্ন স্থানে পৌছে দিতে হয়। সমিতি গঠনের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্য বৃহৎ বাজারে সহজেই পৌছে দিতে পারে। কখনো কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিরে নিয়মিত পণ্য-দ্রব্য সরবরাহ করতে পারে। ফলে পন্য বাজার নিশ্চিতের সাথে সাথে বর্ধিত মূল্যে তা বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৮. ঋণ সুবিধা

সমিতির সদস্যরা সমিতির তহবিল থেকে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। অপর দিকে সমিতিও প্রয়োজন মনে করলে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে নিজেদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা উপকরণ যেমন- ট্রাক্টর, ট্রাক, সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলতে পারে। ফলে চাষাবাদ, পরিবহন ও সংরক্ষণে ব্যাপক সুযোগের সৃষ্টি হয়। যা ক্ষুদ্র কৃষকের পক্ষে একক ভাবে কখনোই সম্ভব নয়।

৯. কৃষি এ্যাস্টেট গঠন

অনেক কৃষি পণ্য-দ্রব্য রয়েছে যা এলাকাভিত্তিক ভালো উৎপন্ন হয়। যেমন- ক্রম, কাঠাল, কলা, সাগ-সজি, ফলমূল ইত্যাদি। তাই কৃষি পণ্যের উন্নয়নের জন্য যে পণ্য যে এলাকায় ভালো উৎপন্ন হয় সে এলাকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে এলাকা ভিত্তিক কৃষি এ্যাস্টেট গঠন করা যেতে পারে। সমবায় বাজারজাতকরণের মাধ্যমে এ সকল এ্যাস্টেক দক্ষভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন করা যেতে পারে। ফলে পাইকারগণ সরাসরি এ্যাস্টেটে এসে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করবে। বাজারজাতকরণের সকল বাধা দূরীভূত হবে এবং ন্যায্য মূল্যও নিশ্চিত হবে।

১০. পণ্য লাইন সম্প্রসারণ

সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতি তাদের সাফল্যের সাথে সাথে ইচ্ছে করলে পণ্য লাইন সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাদের ব্যবসায়ের বিস্ড়ার ঘটাতে পারে। যেমন সি ভিটা দুগ্ধের পাশাপাশি দুগ্ধজাত পণ্য চকোলেট, ঘি, মাখন উৎপাদন ও বন্টন করে তাদের পণ্য লাইনকে সম্প্রসারণ করেছে।

১১. বেকার সমস্যা দূর

কৃষি বাজারজাতকরণ সমিতি নিজেরাই সকল কাজ করে এবং এ সকল কাজ যেমন কাঁচামাল সংগ্রহ, পণ্য উৎপাদন, গ্রেডিং সংরক্ষণ ইত্যাদি করতে গিয়ে অনেক লোক নিয়োগ করতে হয়। ফলে সমিতি অনেক লোক নিয়োগ করতে হয়। ফলে সমিতি সাফল্যের সাথে সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বেকার সমস্যা দূর হয়।

১২. সামাজিক মর্যাদা ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি

এরূপ সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যরা সমবায়ের নীতিমালা মেনে চলে। একতাবদ্ধ হয় এবং আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হয়। ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

উপরের বিস্ড়ারিত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের এবং সমাজ তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

সমবায় বাজারজাতকরণ সুবিধা (Advantages of Co-operative Marketing)

সমবায় বাজারজাত করণের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের উৎপাদনকারীরা ব্যাপকভাবে সুবিধা লাভ করে উপকৃত হতে পারে। নিম্নে সমবায় বাজারজাতকরণের সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলোঃ

১. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদান

সমবায় বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সদস্যদের উন্নত বীজ সরবরাহ ও ব্যবহার, চাষাবাদ পদ্ধতি, ফসলের পরিচর্যা, পণ্যের গ্রেডিং ও সেবা প্রদান করা হয। ফলে কৃষকগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়।

২. বাজারজাতকরণ ব্যয় ও সমস্যা হ্রাস

সমবায়ের মাধ্যমে সকল সদস্যের কাঁচামাল, বীজ, সার একত্রে সংগ্রহ করা হয়, সদস্যদের উৎপাদিত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। চাহিদার আলোকে নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে বাজার জাতকরণ করা হয়। ফলে সকল স্তরে ব্যয় ও সমস্যা হ্রাস পায় এবং ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি করা যায়।

৩. বৃহদায়তন উৎপাদন সুবিধা

সমিতির সদস্যদের জমি বড় বড় ব্লক তৈরি করে চাষাবাদ করা হয়। এতে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও সেচ সুবধিা নিশ্চিত করা যায়। অপর দিকে স্বল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট বীজ ও সার কেনা যায় এবং উৎপাদিত পণ্য যৌথভাবে সংরক্ষণ করা যায়। বৃহদায়তন ব্যবসায়ের এরূপ সুবিধা সমবায় বাজারজাতকরণ ছাড়া চিন্তাই করা যায় না।

৪. মধ্যস্থ কারবারীর সংখ্যা হ্রাস

সমিতিভুক্ত সদস্যরা তাদের সকল কার্য যেমন কাচামাল সংগ্রহ উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ, গ্রেডিং, পরিবহন, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি) নিজেরাই করে। ফলে মধ্যস্থ কারবারীর সংখ্যা হ্রাস পায়।

৫. সদস্যদের আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি

সমিতি কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ছাড়াও সদস্যদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয় এবং তাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে উৎসাহিত ও সংযুক্ত করে। ফলে তাদের আয় বৃদ্ধি পায়। আয়ের নিকট অংশ তারা সমিতিতে সঞ্চয় করে। এভাবে তাদের আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়।

৬. উচ্চমূল্যে পণ্য বিক্রি

সমবায় বাজারজাতকরণ সমিতির সদস্যরা তাদের পণ্য সংগ্রহ, গ্রেডিং ও মজুত করে এবং মধ্যস্থদের সাহায্য ছাড়াই ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করে। ফলে দরকষাকাষির সুযোগ পেয়ে প্রতিযেগিতা মূলক মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে পারে। যা ন্যায্যমূল্যের চেয়ে কখনো বেশি হয়। ফলস্বরূপ সমিতির কার্যক্রমের উপর সদস্যদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

৮. সমিতি মুনাফা বৃদ্ধি

মুনাফা অর্জন উদ্দেশ্য না হলেও স্বল্পমূল্যে দক্ষতার সাথে সদস্যদের এবং অন্যান্য উৎপাদনকারীদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে ইহা প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে সমর্থ হয়। ফলে ইহার সদস্য সংখ্যা, মূলধন এবং কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাথে সাথে তাল মিলিয়ে সমিতির মুনাফাও বৃদ্ধি পায়।

৮. সহযোগিতা ও নৈতিকতা বৃদ্ধি

সমবায় সংগঠন একতা, সততা, সাম্য, সহযোগিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিগুলো চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, নৈতিকতা ও শৃংখলা বোধ বৃদ্ধি পায়।

৯. সমাজ ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন

সমবায় বাজারজাতকরণ যে স্থানে গঠিত হয়। সেই এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়ন করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে এবং জরুরী প্রয়োজনে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহযোগিতা করে। ফলে সমাজ উন্নয়ন এবং সদস্যদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হয়।

মোট কথা উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, সমবায় বাজারজাতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়নের দ্বারা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য-সহযোগিতা করে। ফলস্বরূপ মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। সামাজিক শৃক্মখলা ও অগ্রগতি সাধিত হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

সমবায় বাজারজাতকরণ সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রি নিশ্চিত করে, স্বল্প মূল্যে উপকরণাদি সংগ্রহ করে, পরিবহন, গ্রেডিং, গুদাম জাতকরণ করে। বাজার তথ্য সরবরাহ সদস্যদের সচেতন করে। ইহার মাধ্যমে সদ্যদের কারবার জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, মুনাফা ও সঞ্চয় বদ্ধি পায়। সর্বোপরি সদস্যদের সামাজিক মর্যাদা ও জীবন-যাত্রার মান উন্নত হয়।

সমবায় বাজারজাতকরণ ছাড়া সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সচেতনা, মূলধন গঠন এবং বৃহদায়তন উৎপাদন সুবিধা নিশ্চিত করা যায় না। অপর দিকে মধ্যস্থ কারবারীদেরও উচ্ছেদ করা যায় না।

তাই সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সেবা দেয়ার জন্য, বাজারজাতকরণ ব্যয় হ্রাসসহ সকল স্তরে অপচয়ও পচনশীলতা হ্রাসের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জনের জন্য সমবায় বাজারজাতকরণের কোন বিকল্প নেই। ইহার মাধ্যমে সদস্যদের উন্নয়ন সহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. সমবায় বাজারজাতকরণ কৃষকদের প্রধানত কিসে সাহায্য করে?
   ক. মূলধন গঠনে খ. জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে
   গ. পণ্যের ন্যায্য মূল প্রাপ্তিতে ঘ. ঋণ গ্রহণ

২. সমবায় বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কারা উচ্ছেদ হয়?
   ক. মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা খ. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা
   গ. ক্ষুদ্র ভোগকারীরা ঘ. পরিবহন মালিকরা

৩. সমবায় বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে কিসের সৃষ্টি হয়?
   ক. প্রতিযোগিতা খ. সহযোগিতা
   গ. ব্যাপক মুনাফা অর্জন ঘ. ঐক্য ও সচেতনতা

৪. কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য এলাকাভিত্তিক কী গঠন করা দরকার?
   ক. ঋণ সুবিধা খ. সমবায় সংগঠন
   গ. কৃষি এ্যাস্টেট গঠন ঘ. পণ্য বন্টন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। সমবায় বাজারজাতকরণ বলতে কি বুঝায়?
২। সমবায় বাজারজাতকরণের মূলধন গঠন ও নিয়ন্ত্রণ আলোচনা করুন।
৩। সমবায় বাজারজাতকরণের প্রধান প্রধান সুবিধাগুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। সমবায় বাজারজাতকরণের বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করুন।
২। সমবায় বাজারজাতকরণের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৩। সমবায় বাজারজাতকরণের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৪। সমবায় বাজারজাতকরণের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ ঃ ১. (গ) ২. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ ঃ ১. (ক) ২. (ক) ৩. (ঘ) ৪. (খ)